www.ccc.gov.bd

হাইকোর্টের রায়ের আলোকে
বাংলা হরফে সাইনবোর্ড পরিলক্ষিত
না হলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে : মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, রক্ত দিয়ে অর্জিত মাতৃভাষা বাংলা সর্বস্তরে চালু করতে না পারা স্বাধীনতার ৫০বছর পরও আমাদের জন্য লজ্জার বিষয়। তিনি এই স্বাধীনতার মাসে চট্টগ্রাম নগরীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহে অন্তত ৬০ভাগ বাংলা হরফে সাইনবোর্ড পরিলক্ষিত না হলে হাইকোর্টের রায়ের আলোকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। আজ মঙ্গলবার সকালে এম.এ আজিজ স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়াম চত্ত¡রে অনুষ্ঠিত বইমেলায় সর্বত্র বাংলা প্রচলনে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সদস্য নঈম উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও মুক্তিযোদ্ধা ফাহিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় এতে আরো বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা গবেষণা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান, বইমেলা কমিটির আহবায়ক কাউন্সিলর ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, মুক্তিযোদ্ধা মো. হারিছ, নূর আলম মন্টু, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে প্রথম কন্ঠদাতা রাখাল চন্দ্র বণিক, আ জ ম সাদেক, ইদ্রিস আলী, আবুল কাশেম, দেওয়ান মাকসুদ আহমেদ, সিরাজুল ইসলাম রাজু, সিদ্দিক আহমেদ, ফারুক আহমেদ, বইমেলা কমিটির যুগ্ম আহŸায়ক মহিউদ্দিন শাহ আলম নিপু, রাজা মিয়া। মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের পক্ষে মশিউর রহমান খান, দিলরুবা খানম, আশেক রসুল চৌধুরী টিপু, ডা. আর.কে রুবেল, জসিম উদ্দিন, হাসিনা আকতার, ডা. আয়াজ, মহিউদ্দিন, সিঞ্চন ভৌমিক, হাসান রুমি প্রমুখ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান বলেন, আমরা বিগত দুবছর ধরে বাংলা হরফে সাইনবোর্ড লেখার উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছি এবং এব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নানা ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। কিন্তু আজ অবধি আমরা সম্পূর্ণভাবে সফল হতে পারিনি। তবে চট্টগ্রামের সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী আমাদের সাথে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে চসিকের ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে বাংলা হরফে সাইনবোর্ড লেখা না থাকলে আর্থিক জরিমানা করার কাজ পরিচালনা করছেন। তথাপিও সাধারণ ব্যবসায়িদের অনেকেই বিষয়টি আমলে নিচ্ছে না। তিনি নগরীতে এই স্বাধীনতার মাসে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধারা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানরা ৬০ভাগ বাংলা হরফের অধিক ইংরেজি হরফে লেখা সাইনবোর্ড দেখলে সরিয়ে নিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে উল্লেখ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা নঈম উদ্দিন আহমেদ বলেন, ২০১৪ সালে হাইকোর্টে আইনজীবী ড. ইউনুস আলী আকন্দের একটি রিট আবেদনের পরিপ্রে॥িতে ওই বছরে বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭ অনুযায়ী অফিস-আদালত, গণমাধ্যমসহ সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন। পাশাপাশি দ‚তাবাস ও বিদেশি প্রতিষ্ঠান ছাড়া দেশের সব সাইনবোর্ড, নামফলক ও গাড়ির নম্বর প্লেট, বিলবোর্ড এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বিজ্ঞাপন বাংলায় লেখা ও প্রচলনের নির্দেশ দেন। হাইকোর্টের আদেশের তিন মাস পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডগুলোকে আদেশটি কার্যকর করতে বলা হয়। কিন্তু সে আদেশের বাস্তবায়নে কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে এক চিঠির মাধ্যমে সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার, গাড়িরি নম্বর প্লেটে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করার অনুরোধ জানায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। সেখানে সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার ইংরেজির স্থলে বাংলায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে বলে দেখা যায় না' উল্লেখ করে বলা হয়েছিল, যা বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, হাইকোর্টের রুল ও আদেশের পরিপন্থী। তিনি ইংরেজি হরফে লেখা সাইনবোর্ড সরানোর জন্য চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালতের কার্যক্রম আরো বেগবান করার জন্য মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীকে অনুরোধ জানান।

নগরীর ব্যস্ততম অক্সিজেন মোড়কে
হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী নামে নামকরণ

নগরীর ব্যস্ততম অক্সিজেন মোড়টি হযরত গাউছুল আজম মাইজভান্ডারীর নামে নামকরণ করায় আজ মঙ্গলবার দুপুরে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র দপ্তরে মাইজভান্ডার দরবার শরীফের গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলের সাজ্জাদানশীল আলহাজ্ব শাহ সুফী ডা. সৈয়দ দিদারুল হক মাইজভান্ডারী ও আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীন গাউছে মাইজভান্ডারী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য সচিব আলহাজ্ব ছৈয়দ মাহমুদুল হকের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীকে ফুলেল শুভেচ্ছাসহ অভিনন্দন জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন প্যানেল মেয়র কাউন্সিলর মো. গিয়াস উদ্দিন, আবুল হাসনাত মো. বেলাল, পুলক খাস্তগীর, মাইজভান্ডারী মোত্তাবেয়ীন কমিটির সহ-সভাপতি এস.এম জাকারিয়া, আকরাম হোসেন সবুজ, আবু তালেব বেলাল, মো. ইলিয়াছ, সুফী মাসুদ আকবর, মাঈনুল হোসেন সাগর, নূর ইসলাম সুজন, মো. ইকবাল মিয়া, নূরুল আবছার, রেজাউল করিম লিটন, এস.এম মহিউদ্দিন, মো. ইমরান হোসেন ইমন, মঞ্জুরুল আলম প্রমুখ।

এসময় মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের কীর্তিমান ব্যক্তি ও সাধকসহ যারা চট্টগ্রামের জন্য অবদান রেখেছেন তাদের নামে নগরীর সড়ক, মোড় এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নামকরণ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এই উদ্যোগের ফলে আগামী প্রজন্ম চট্টগ্রামের কীর্তিমানদের ইতিহাস জানবার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। আমি এখন থেকে কীর্তিমানদের গৌরবগাথা সম্বলিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংযুক্ত করব এবং এব্যাপারে নগরবাসীর সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।

অমর একুশে বইমেলা পরিষদের আলোচনা সভা
বাংলা ভাষায় মরমী সাহিত্যের
অবদান অপরিসীম : ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে সৃজনশীল প্রকাশনা পরিষদ ও নাগরিক সমাজের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত অমর একুশে বইমেলা ২০২২এর ১০ম দিনের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

বলেছেন, মরমীবাদ এর ইতিহাস বিশাল, এর মূলতত্ত¡ হচ্ছে স্রষ্টা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ সর্বত্রই বিরাজমান তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে সাম্যক উপলব্ধি। বিশ্বের প্রত্যেকটি ধর্মে মরমীবাদের চর্চা অদ্যাবধি চলে আসছে। পথ, মত ও পদ্ধতি হয়েতো ভিন্ন, কিন্তু উদ্দেশ্য এক। আর এর প্রভাব বিশ্বের সব ভাষার সাহিত্য বিশেষ করে গান ও কবিতায় অতি উজ্জ্বল ও সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তিনি বলেন, আধ্যত্ম বিজ্ঞানের চরম কথা, আমি কে আমি কেন? বিশ্বের সর্ব ধর্মের সাধকেরা আমি কে প্রশ্ন করে করে মূলে পৌছে দেখেছেন। স্রষ্টাই সব, আমি তাঁরই আনন্দময় সুন্দর একটি প্রকাশ মাত্র। আমি চেতনা বা আমি চিন্তা থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টাই হলো মরমীবাদের মূল উদ্দেশ্য। এজন্য পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে 'মান আরাফ নাফসালু, ফাকাদ আরা আরাফা রাব্বাহু' অর্থাৎ যে নিজেকে জানতে পারে সে তার প্রভুকে চিনতে পারে। তিনি বলেন, রবীন্দ্র নজরুলের বিভিন্ন কবিতায় মরমীদের প্রভাবও পরিলক্ষিত। বাংলা ভাষায় মরমী সাহিত্যের উপাদান খুঁজতে হলে দৃষ্টি দিতে হবে বাঙালির নাড়ির এসব লোকগাঁথা, বাউল, কীর্তন, জারি-সারির দিকে কেননা এগুলোর মধ্যে গ্রোথিত থাকতে পারে আধ্যত্মি গুঢ়তত্ত¡ যা মরমীদের মূল কথা। বর্তমানে এসব আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সকলকে এদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক'র সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অমর একুশে বই মেলার আহবায়ক ড.নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু। প্রধান বক্তা ছিলেন ডা. সেলিম জাহাঙ্গীর। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা ওয়ার্কর্স পার্টির সভাপতি এড. আবু হানিফ, ড. মাসুম চৌধুরী।

প্রধান বক্তা ড. সেলিম জাহাঙ্গীর বলেন, বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব অর্থাৎ চর্যপদ থেকে আধুনিক কাব্য ও সঙ্গীত প্রবাহের চিন্তার স্পষ্টতায়, ভাষার স্বচ্ছতায় উপলব্ধি গুঢ়তায়, প্রত্যয়ের দৃঢ়তায়- মরমী চেতনা তী² ও বহুমাত্রিক পাঠক্রিয়ার এক অসাধারণ ব্যতিক্রমী নমুনা। মরমী সাধকেরা চোখ বন্ধ করে অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর চিন্তা-তন্ময়তার দ্বারা সত্য ও সুন্দরকে উপলব্ধি করতে প্রয়াস পান। এই প্রয়াসে মনীষা ও ভাবাবেগের এক প্রকার সংমিশ্রণ ঘটে। এই মিশ্রণের বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ রূপক ও উপমা ছাড়া সম্ভব নয়। এই সহজ তত্ত্বের সহজ উপলদ্ধি একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেমের দ্বারাই সম্ভব। মরমীদর্শন-তত্ত্ব নানা প্রকার রূপকের মাধ্যমে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু বলেন, চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার পূণ্যভূমি। সুফী সাধকেরা এখান থেকে ইসলাম এর প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছেন। তাই তাদের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন।

আগামীকাল বইমেলার অনুষ্ঠানসূচি 'কবিতা উৎসব'।

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩